তারিখ ... 11 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ...1... কলাম ...8...

দৈনিক
ইত্তেফাক

নৈতিকতা শিক্ষা ও শিক্ষকদের ভূমিকা

ইউনুস আহমেদ

সামগ্রিক উন্নয়নে নৈতিকতা শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিকতা অনুঘটকের কাজ করে। বলা যায়, উভয়ে একে অপরের পরিপূরক। বড় বড় মনীষীর জীবনী পাঠ করলে দেখা যায় তাঁদের জীবনগড়ার ক্ষেত্রে নৈতিকতা শিক্ষা বিরাট অবদান রেখেছে। তাই নৈতিকতা শিক্ষায় শিক্ষকের বড় একটা ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষকদের কথা বা উপদেশ এবং পরামর্শ শিক্ষার্থীদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। শিক্ষকরা তাই নৈতিকতা শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালাতে পারেন। শ্রেণি পাঠদানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষার ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারেন। প্রতিদিন পাঠদানের শুরুতে বা শেষে নৈতিকতা অভ্যাসের ব্যাপারে উপদেশ দিতে পারেন। দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে। সব সময় সত্য কথা বলার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। বড়দেরকে সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ ও আদর করতে শেখাতে হবে। ধর্মীয় সদুপদেশগুলো ক্লাসে বেশি বেশি আলোচনা করতে হবে। ভালো কাজ করা, মানুষের উপকার করা, অন্যের অনিষ্ট সাধন না করা ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উপদেশ দিতে হবে।

আচার-ব্যবহারে উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ভালো আচরণ আর ভালো গুণ শিক্ষার্থীদের অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে রাখে। প্রতিদিন কমপক্ষে একটি করে ভালো কাজ করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। নেতিবাচক চিন্তা-চেতনা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিতে হবে। দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, পরীক্ষার নকল প্রবণতা ইত্যাদি খারাপ কাজে যাতে কেউ জড়িত না হয় সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করতে হবে। খারাপ কাজের পরিণতি যে ধ্বংস, সে ব্যাপারে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। খারাপ লোকেরা সমাজে সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে না। সমাজের সর্বত্র তারা ঘৃণিত ও অপমানিত হয়। তাদের জীবন হয় অসম্মানের। খারাপ লোকদের সঙ্গে কেউ সুসম্পর্ক করতে চায় না। ভালো গুণ বা ভালো কথাগুলো আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে হবে। দিনের অনেকটা সময় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছে কাটায়। তাই শিক্ষকগণ ইচ্ছে করলে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারটি এগিয়ে নিতে পারেন। মনে রাখতে হবে কোমল বয়সে শিক্ষার্থীরা যা কিছু শেখে বা ভালো যা কিছু তাদের মনে দাগ কাটে সারাজীবন তারা সেটি ধরে রাখে।

আজকাল নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারটি একেবারে উঠেই গেছে বলা যায়। ছোটরা গুরুজনদের দেখে উঠে দাঁড়ানো বা সালাম দেওয়া—এসব আজকাল দেখা যায় না। নৈতিক অবহেলার চরম অবক্ষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় পাবলিক বাসে যাতায়াত করার সময়। বয়স্ক গুরুজনদের দেখে এখন আর কেউ বাসের আসন ছেড়ে দাঁড়ায় না। অনেক সময় বয়স্ক লোকদের ধাক্কা দিয়ে আসন দখল করে। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে কাউকে দেখা যায় না। এভাবে নৈতিকতার অবক্ষয় হতে থাকলে সভ্যতা-ভব্যতা বলে কিছু থাকবে না। তাই নৈতিকতা শিক্ষার ব্যাপারটিতে গুরুত্ব দেওয়ার এখনই সময়। পরিবার থেকেই এটি প্রথম শুরু হতে হবে। তবে নৈতিকতায় শিক্ষার শিক্ষকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। কারণ তারাই মানুষ গড়ার কারিগর। উন্নত দেশ গড়তে হলে প্রয়োজন উন্নত জাতি। আর উন্নত জাতি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন নৈতিকতা শিক্ষার। আর নৈতিকতা শেখানোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি সম্মানিত শিক্ষকদের ওপর বর্তায়।

ঢাকা